সমকাল

তারিখ 22 SEP 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

# প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে এক নিয়োগে এক যুগ!

■ সাব্বির নেওয়াজ

অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, এক যুগ পেরোলেও নিষ্পন্ন হয়নি চতুর্থ শ্রেণির সরকারি কর্মচারীদের এক নিয়োগ কার্যক্রম! নিয়োগ-সংক্রান্ত আবেদন গ্রহণের পর কয়েক দফা লিখিত পরীক্ষা হয়েছে, মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে তা বাতিল করা হয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে তদন্ত কমিটি গঠন হয়েছে, কমিটির তদন্তে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি; কিন্তু নির্ধারণ করা হয়নি পরবর্তী করণীয়– এভাবেই পেরিয়ে গেছে এক যুগ। ঘটনাটি ঘটেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে। সম্প্রতি আবারও সেই আবেদনকারীদের পরীক্ষা নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নিয়োগ পরীক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দ চেয়ে অধিদপ্তর থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র দেওয়া হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে, এর আগে কোনো সরকারি মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের কোনো নিয়োগেই সম্ভবত এত সময় লাগেনি।

ঘটনার শুরু ২০০৪ সালে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য ৪৫০ জন এমএলএসএস, সুইপার ও মালি নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। এর পর ১২ বছরে মোট তিনবার লিখিত পরীক্ষা আর দুইবার মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। এর মধ্যে একবার লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। প্রার্থীদের কোনো কিছু না জানিয়েই পরীক্ষা তখন বাতিল করা হয়। পরে সরকারি তদন্তে প্রশ্ন ফাঁসের কোনো প্রমাণ না মিললেও এ নিয়োগ প্রক্রিয়া আর সামনে এগোয়নি। অথচ তা বাতিল ঘোষণাও করা হয়নি। প্রায় এক দশক পর ২০১৪ সালে আকস্মিকভাবে আবার এ নিয়োগের লিখিত পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। ২০ দিনের মাথায় কোনো কারণ না দর্শিয়েই আবারও তা বাতিল করা হয়। এরপর টানা দুই বছর হতে চলল, নিয়োগ প্রক্রিয়ায় কোনো অগ্রগতি ঘটেনি।

কেন এক নিয়োগ প্রক্রিয়া টানা ১২ বছরেও শেষ করা যায়নি– জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোহাম্মদ আলমগীর গতকাল বুধবার সমকালকে বলেন, 'রোগটি জটিল ও পুরনো। এর মধ্যে ২০০৮ ও ২০১২ সালে দুই দফায় এর ভুল চিকিৎসা করা হয়েছে। এতে জটিলতা আরও বেড়েছে।' মহাপরিচালক জানান, অধিদপ্তর ২০০৪, ২০০৮ ও ২০১২ সালের সব প্রার্থীর আবারও পরীক্ষা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ নিয়োগ পরীক্ষার জন্য বাজেট বরাদ্দ চেয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে তারা পত্র দিয়েছেন। সেখান থেকে তা অর্থ মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। বরাদ্দ পেলে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ নিয়োগ পরীক্ষা পুনরায় গ্রহণের আদেশ জারি করবে। তারপর

■ পৃষ্ঠা ৪ : কলাম ২

## প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

পরীক্ষা নিয়ে ফল প্রকাশ করা হবে।

এ নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী একজন পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার ছলিমপুর গ্রামের আজাদ হোসেন সুমন। সমকালকে তিনি জানান, এ নিয়োগ নিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর তাদের সঙ্গে ইঁদুর-বিড়াল খেলা খেলছে। অনেক আগেই তাদের অনেকের সরকারি চাকরির বয়স পেরিয়ে গেছে। কিন্তু এখনও তাদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার সুরাহা করেনি সরকারি এ অধিদপ্তর। ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গা উপজেলার মিঠান্না গ্রামের মোহাম্মদ অদুদ মোল্লার ছেলে কামরুল ইসলামও এমএলএসএস পদে আবেদন করে এক যুগ ধরে ঘুরছেন। তিনি বলেন, 'দফায় দফায় শুধু পরীক্ষাই নেওয়া হচ্ছে। চাকরি আর দেওয়া হচ্ছে না।'

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্র জানায়, ২০০৪ সালে প্রথমে চতুর্থ শ্রেণির ১৯৮টি রাজস্বভুক্ত পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এতে ২৩ হাজার ৩০২টি আবেদন জমা পড়ে। তখন নিয়োগের সব কার্যক্রম শেষ করেও নিয়োগ আদেশ দেওয়া হয়নি। চার বছর পর ২০০৮ সালে ওই নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করা হয়। পরে সে সময়ের সংস্থাপন (বর্তমানে জনপ্রশাসন) মন্ত্রণালয়ের পরিপত্র অনুসারে ২০০৪ সালের আবেদনকারীদের আবেদনপত্র বৈধ রেখে পুনরায় চতুর্থ শ্রেণির রাজস্বভুক্ত ৫০০টি পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০০৪ সালে যারা আবেদন করেছেন, তাদের আর পুনরায় আবেদন করার প্রয়োজন নেই। তখন নতুন বিজ্ঞপ্তি অনুসারে সর্বমোট ৩৪ হাজার ৩০০টি আবেদন জমা পড়ে। এদের লিখিত পরীক্ষা নেওয়ার পর ১১টি ভাইভা বোর্ড গঠন করে ২০০৪ ও ২০০৮ সালের সব আবেদনকারী প্রার্থীর মৌখিক পরীক্ষা নেওয়া হয়। এ পরীক্ষার ভিত্তিতে উপস্থিত প্রার্থীদের মার্কিং করে কাগজপত্রাদি প্রস্তুত এবং সিলগালা করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়।

কিন্তু প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় এ নিয়োগ পরীক্ষার ফল প্রকাশ না করে ২০১৩ সালের ১৩ নভেম্বর এক আদেশে ২০০৮ সালের সব নিয়োগ পরীক্ষা বাতিল ঘোষণা করে। মন্ত্রণালয় অবশ্য আবেদনকারী প্রার্থীদের প্রার্থিতা বাতিল না করে ২০১২ সালের আবেদনকারীদের সঙ্গে ২০০৪ ও ২০০৮ সালের প্রার্থীদের পুনরায় লিখিত পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার নির্দেশ দেয়।

অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট সূত্র জানাচ্ছে, ১০ শতাংশ পদ সংরক্ষণ করে ২০০৮ সালের বিজ্ঞপ্তির ৫০০টি পদ ছাড়া অবশিষ্ট চতুর্থ শ্রেণির ৫২৫টি শূন্য পদে নিয়োগের জন্য পুনরায় ২০১২ সালে বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এ দফায় ৮৭ হাজার ৯৬৯টি আবেদন জমা পড়ে। ২০১৩ সালের ২৩ জুলাই এমএলএসএস ও নৈশপ্রহরী পদে সারাদেশের ১০টি ভেন্যুতে জেলা শিক্ষক নিয়োগ কমিটির মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষা এবং সুইপার ও মালি পদে শুধু মৌখিক পরীক্ষা কেন্দ্রীয়ভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে নেওয়া হয়। এই পরীক্ষার ফল এখনও প্রকাশ করা হয়নি। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার ফল অধিদপ্তরের আলমারিতে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে।

এরপর ২০১৪ সালে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগের এই পরীক্ষার তারিখ ঘোষণা করা হয়। কিন্তু পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ট্রাঙ্কজাতকরণের সময় বিজি প্রেসে এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ ওঠে। তখন অধিদপ্তরের পরিচালকের (প্রোগ্রাম) নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনো প্রমাণ মেলেনি।